দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

38

এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে ৭ শতাধিক বহিষ্কার

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় দিনে গতকাল রোববার সারাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে কমপক্ষে ৭৪২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ৭ জন শিক্ষকও রয়েছেন।

মানিকগঞ্জ দৌলতপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের ছবি তুলতে গিয়ে একজন আলোকচিত্র সাংবাদিক প্রহৃত হন। নকল সরবরাহের সময় কুমিল্লার মুরাদনগর পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গতকালের পরীক্ষায় বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট ২১১ জনকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে মাদারীপুর জেলার একটি কেন্দ্রের একজন শিক্ষকও রয়েছেন। বোর্ডের জেলাভিত্তিক বহিষ্কৃতদের সংখ্যা হচ্ছে নরসিংদী ২৭, মুন্সীগঞ্জ ৯, মানিকগঞ্জ ১, টাঙ্গাইল ৬, মাদারীপুর ২৪ জন পরীক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক, শরিয়তপুর ৮, রাজবাড়ী ১৪, গোপালগঞ্জ ১৭, ময়মনসিংহ ৫৮, কিশোরগঞ্জ ২৩, নেত্রকোনা ৬, জামালপুর ১৬ ও শেরপুর ২।

কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট ৩৩৭ জনকে এবং যশোর বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট ৭৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের জেলা বার্তা পরিবেশক ও নিজস্ব সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদ অনুযায়ী বরগুনা জেলায় ১৫ জন, কুমিল্লা জেলায় ১২৩ জন, ঠাকুরগাঁয়ে ২৫জন পরীক্ষার্থী এবং ৬ জন শিক্ষক, লক্ষ্মীপুর ২৬ জন, পটুয়াখালীতে ১৬ ও কুষ্টিয়ায় ২৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

সাংবাদিক প্রহৃত

মানিকগঞ্জ থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানানঃ জেলার দৌলতপুর এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের ছবি তুলতে গেলে দৈনিক দিনকাল পত্রিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রতিনিধি শহীদুল ইসলামকে বেদম প্রহার করা হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় শহীদুলকে দৌলতপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দৌলতপুর পরীক্ষা কেন্দ্রে এ বছর নকলের সুযোগ-সুবিধার আশায় ঢাকা থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে।

আজ উক্ত কেন্দ্রে ব্যাপকহারে নকল হয়েছে বলে ঢাকা বোর্ডের পরিদর্শন টিমের একজন কর্মকর্তা জানান।